দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 05 JAN 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

শিক্ষাঙ্গন

পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধ

বর্তমানে আমাদের দেশে শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রকট সংশয় দেখা দিয়েছে। শিক্ষাঙ্গনে দুর্নীতি আর দাঙ্গা-হাঙ্গামা সব মিলে শিক্ষাঙ্গন যেন রণক্ষেত্রে পরিণত হতে চলেছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে আমাদের ভাবী জীবন অন্ধকারময় হয়ে যাবে। তাই সরকার এবং সর্বমহলের এদিকে প্রত্যক্ষ দৃষ্টি রাখতে হবে। অন্যথায় দেশের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ ভ্রান্ত পথে চালিত হতে থাকবে। বর্তমানে দেশে খুন, রাহাজানি, লুটতরাজ আর ধর্ষণের প্রতিযোগিতা চলছে। আর এসব কর্মকাণ্ডে যারা জড়িত তাদের অধিকাংশই হলো মধ্যবিত্ত আর উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তান। নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তানরা শাস্তি এড়িয়ে যেতে সাহস পায় না। মধ্যবিত্ত আর উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তানরা দেশের আইনগত সমাজ আর শাস্তিকে ভ্রূক্ষেপ করে না। মনে হয় দেশের আইন এবং সমাজ এদের জন্য নয়। আর এদের মধ্যেই কেউ কেউ হয়েতো পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন করতে গিয়ে বহিষ্কৃত হয়ে অথবা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে না পেরে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে আজ বখাটে বা মাস্তানে পরিণত। যে কারণে পত্রিকার পাতা উল্টাতেই চোখে পড়ে নানা ধরনের অপরাধের খবর। আর এর ফলশ্রুতিতে আমাদের তরুণ ছাত্র সমাজ শিক্ষাঙ্গন থেকেই প্রকৃত শিক্ষার পরিবেশ না পেয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে আজ এ ধরনের নানা অপরাধমূলক কাজে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ছে।

ছাত্ররা যাতে লেখাপড়া থেকে দূরে সরে যেতে না পারে সেদিকে অভিভাবকদের সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। অসদুপায় অবলম্বনের কারণে পরীক্ষার্থী কে কেন্দ্র হতে বহিষ্কার না করে তা বন্ধ করার জন্য কেন্দ্র থেকে বহিষ্কার করলে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়। আমাদের দেশের অধিকাংশ অভিভাবকই দরিদ্র। কাজেই এদের একদিক দিয়ে আর্থিক সংকটে পড়তে হয়। অন্যদিক দিয়ে মানসিক আঘাতে তারা পড়ালেখা ছেড়ে দেয়। তাই দেশে নতুন পরীক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন করতে হবে; যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষাকে ভীতিপ্রদ মনে না করে। এ ব্যাপারে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রতি সেশনে অনধিক পাঁচটি পরীক্ষা নেয়া যেতে পারে। এর ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষাভীতি অনেকটা কমে যাবে। তাদের কাছে পরীক্ষা সহজ ও আনন্দদায়ক মনে হবে।

উচ্চ মাধ্যমিক এবং ডিগ্রীতে উত্তীর্ণ প্রাক-নির্বাচনী এবং নির্বাচনী পরীক্ষা ছাড়াও সময়মত ২/৩টি পরীক্ষা নেয়া হলে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে পাঠ্যসূচী এবং পরীক্ষা স্বাভাবিক হয়ে আসবে। এক বা দু' বিষয়ে ফেল করা ছাত্রদের পরবর্তী বছরে শুধুমাত্র ঐ ফেল করা বিষয়গুলোর উপরই পরীক্ষা নেয়া হলে তারা প্রকৃত জ্ঞান অর্জন থেকে বঞ্চিত হবে। এতে করে তারা আরো অমনোযোগী হয়ে উঠবে। সুতরাং যদি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র তৈরী করার সময় সব শ্রেণীর ছাত্রদের প্রতি লক্ষ্য রেখে তা করা হয় তাহলে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া ছাত্রদের জন্য খুব কঠিন হবে না। আর অচিরেই নকল নামক অসদুপায়ের শরণাপন্ন না হয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা পড়ালেখায় মনোনিবেশ করবে।

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। কোন জাতিকে উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করতে হলে চাই প্রয়োজনীয় শিক্ষা। আর আদর্শ শিক্ষাঙ্গনই আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান চাবিকাঠি।

—মোঃ আবদুল বাতেন সিরাজী